নিবেদিতা।

উৎসর্গ।

প্রবাসেতে মোর স্মৃতি জাগাতে আবার
হৃদয়ের ব্যথা-গুলি
ভাবের তুলিতে তুলি,
সাজানু তোমার তরে ক্ষুদ্র উপহার।
ধর ধর "নিবেদিতা" সাধের আমার ॥

নিবেদিকা—
লীলা

নিবেদন—

সহৃদয়-সমাজে প্রকৃত প্রতিভা-প্রসূত কবিতার দাঁড়াইবার জন্য স্থান প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয় না। তাহা আপনার আসন আপনি প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা-লোকোদ্ভাসিত আমাদিগের বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে যেরূপ ছোট বড় সকলেই এক কামিজ-রূপ পরিচ্ছদ পরিয়া ভদ্র লোক সাজিয়াছেন, প্রকৃত ভদ্র কে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদানাভাবে বাছিয়া লওয়া কঠিন,—সেইরূপ মুদ্রাঙ্কণের সুলভ এবং বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কাল-মাহাত্ম্যে বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজেও এত 'কবি খদ্যোতিকার' ভিড় হইয়া পড়িয়াছে— যে সেখানেও বাস্তবিক কবিত্বের একটু খানি বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই প্রারম্ভেই পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্যের দ্বারে 'নিবেদিতা' সম্বন্ধে দুএকটি কথা নিবেদন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহাতে স্পর্দ্ধার কথা কিছু নাই বা শক্তির আস্ফালন নাই; কিম্বা আলোচ্য পুস্তিকা-খানিতে আদ্যন্ত একমাত্র প্রতিভার স্ফুরণই হইয়াছে এরূপ আভাসও নাই। বর্ত্তমান সাহিত্য-যুগের পূর্ব্বে সাহিত্যাকাশে এক সঙ্গে অনেকগুলি কবির যুগপৎ অভ্যুদয় দৃষ্ট না হইলেও যিনিই যখন কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা একমাত্র খণ্ড-কবিতা বা প্রণয়সঙ্গীত লিখিয়া পর্য্যবসান না করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কাব্য-নাটকাদি লিখিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশ এখন অসংখ্য অগণ্য কবি-মণ্ডলীতে ছাইয়া গিয়াছে। সকলেই সমস্বরে এক-ঘেয়ে নিরাশ-প্রণয় কাব্যগীতে বা ভাববিহীন সামান্য বক্তব্য

দিয়া সরল ছন্দে গাঁথিয়া কবিতার সৃষ্টি করিয়া গীতি-কাব্যের প্রতি সাধারণকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। কোন গুরুতর বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করিবার বড় কাহার অবসর নাই, ক্ষমতাও নাই। সুতরাং গীতি-কাব্য লইয়া পুনরায় আর তাঁহাদিগের সমক্ষে অগ্রসর হইতে ভরসা হয় না। কিন্তু তথাপি সত্যের অনুরোধে অগ্রসর না হইয়াও পারিলাম না। সহৃদয়-সমাজ কবিতার নাম মাত্রেই একেবারে খড়্গ-হস্ত না হইয়া 'নিবেদিতার' যতটুকু প্রাপ্য নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া সেই সহানুভূতিটুকু প্রদান করিলেই আমাদিগের আশা সফল জ্ঞান করিব।

'নিবেদিতার' লেখিকা এক জন স্ত্রী-কবি। ইনি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী। অতি অল্প বয়স হইতেই ইহাঁর কবিতা লিখিবার সুন্দর স্বভাব-দত্ত ক্ষমতা আছে। ইহাঁর কবিতা পাঠে আমরা অনেক সময়ে মুগ্ধ হইয়াছি। মানব-চিত্তের ভাবগুলি লইয়া সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়ে স্বতঃই যে তরঙ্গ-সকল উত্থিত হয়, সেই গুলি লইয়াই কবি-কল্পনার মানস-ক্ষেত্র হইতে যে সকল কবিতা-স্রোত নিঃসৃত হয় সাধারণতঃ তাহাই গীতি-কবিতা। এই গীতি-কবিতা-প্রণয়নে পুরুষ অপেক্ষা রমণী কবিকেই বিশেষ রূপে সিদ্ধ-হস্তা দেখিতে পাই। কবিতার বিষয় অতি সামান্য, ভাবও অতি সাধারণ, কিন্তু তাহাই লইয়া রমণীগণ কেমন একটু স্বভাবদত্ত বিশেষত্ব দেখাইয়া থাকেন, তাহা আমরা অনেক সময়ে পুরুষের কবিতায় খুঁজিয়া পাই না। 'নিবেদিতায়' সেই বিশেষত্ব টুকু সর্ব্বত্র প্রতীয়মান। সেই

জন্যই এবং নিবেদিতার লেখিকাকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রদান করি বার নিমিত্তই 'নিবেদিতাকে' সাধারণের সমক্ষে ধরিতে সাহসী হইলাম। স্ত্রী-জন-সুলভ সঙ্কোচ বশতঃ গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার কবিতা-গুলি প্রকাশ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবদত্ত ক্ষমতাটি নিতান্ত নিরুৎসাহে গৃহকোণে মরিচা ধরিয়া নষ্ট না হইয়া যায়—বরং সাধারণের নিকট উৎসাহ লাভ করিয়া তিনি যাহাতে যে তুলিকায় 'নিবেদিতা' অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উচ্চ এবং উচ্চতর তুলিকায় বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত করিয়া সাধারণকে উত্তরোত্তর উপহার দিতে প্রোৎসাহিত হন, এই জন্যই 'নিবেদিতা' প্রকাশিত করিতে প্রয়াস পাইলাম। এক্ষণে সকলে ইহাকে আহ্বান করিয়া লইলেই সুখী হইব। নিবেদিতার নাম-করণ স্বয়ং লেখিকা-কর্ত্তৃকই হইয়াছে—তাঁহার এই প্রথম উদ্যমে তিনি সফলমনোরথ হউন্—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম-প্রমাদ-গুলি মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। ইতি।

কলিকাতা,
২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
বি-এল।

CALCUTTA.

Printed by G. C. Ghosh, Aryan Press,

25 Shampukur Street,

নিবেদিতা

সরস্বতী বন্দনা।

সরোজ আসনে কে তুমি ললনে
উর মহাদেবি! আজি মনে মনে
পূজিব তোমার ও দুটী পায়।
তব সহচরী এসো সাথে করি
রাখিব হৃদয়ে কল্পনা সুন্দরী
দিব ফুল হার সে চারু কায়॥
অমল কমল রূপ নিরমল
পদতলে তব শ্বেত শতদল
শোভিছে কেমন দেখিনু হায়।
তুমি নারায়নি, জ্ঞান বুদ্ধি সনে
করিছ বিহার হরষিত মনে
দেখিয়া মানস মোহিয়া যায়॥
তব যোগ্য নহে হৃদয় আমার
তথাপি পেতেছি আসন তোমার
বস সেথা দেবি লইয়ে বীণা।

বাঁধিয়া রাগিণী করগো ঝঙ্কার
বহুক-পুলকে মম অশ্রুধার
কৃতার্থ তাহ'লে হবে মা দীনা॥
বাজে ও বীণাতে যে গীত মহান
কত গ্রন্থ তাহে হয় প্রণয়ন
কবিতা লইয়া কর মা খেলা॥
তুমি বেদ বিদ্যা বুদ্ধি সনাকার
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রণব আকার
ক্ষুদ্র নারী আমি কি বুঝি লীলা॥
লক্ষ লক্ষ নর কে বোঝে তোমায়
তোমারি কৃপায় সবে জ্ঞান পায়
গন্ধর্ব্বে তোমার চরণ সেবে।
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী
সদা করে স্তুতি ওগো বীণাপাণি
আছে যোড় করে দাঁড়ায়ে দেবে॥
দেহ পদছায়া মহেশ তনয়া
দাও বরাভয় ওমা মহামায়া
এই দীনহীনা করে প্রণতি।
আমি মূঢ়মতি অতি জ্ঞানহীনা
কেমনে তরিব মাগো তোমাবিনা
রাখগো চরণে এই মিনতি॥

উপহার

এক দুই তিন করি,
কত দিবা বিভাবরী,
চলে গেছে কত বর্ষ বুকে লয়ে তার।
প্রতিদিন যত তার,—
বহিয়াছে অশ্রুধার,
তাই লয়ে গাঁথিয়াছি এই ফুলহার।
সে মালা তোমার গলে,
আদরে দোলাব ব'লে ;
তাই সখে আনিয়াছি নেবে নাকি আজ ?
যে ফুল আমার মনে
ফুটে ছিলো সংগোপনে
সেই ফুলে গাঁথা মালা ওহে হৃদিরাজ।
কি রুদ্ধ বাসনা ভার,
করে শুধু হাহাকার,
অবরুদ্ধ হৃদি পরে করে আনাগোনা।
দেখাতে পারিনে সে যে,
লয় পায় হৃদে বেজে
কত আশা কত সাধ নাহি যায় জানা।
তবু তার গুটী দুই,
তুলে মালা গাঁথি এই,
দেখিয়া তোমার গলে জুড়া'ব জীবন।

দেখি ছিন্ন ফুল রাশি।
হেসোনা ভ্রুকুটী হাসি।
এরো মনে ছিল কত আশা আকিঞ্চন।

৭ই জুলাই। ১৮৯৯

বিদায়ে।

ওগো সেত গেছে চ'লে,
মোর কাছে ফেলে,
তার আঁখি জল।

কেন না হেরি তাহারে
হয় বারে বারে
পরাণ বিকল।

তার রুদ্ধবাসনার
তপ্ত অশ্রুধার
বিঁধিছে পরাণে।

সেযে ছল ছল চোখে,
চেয়ে মোর দিকে
কাঁদিত গোপনে।

আমি কত নিশি তারে
নয়নেতে হেরে
ভুলেছি আপনা।

সে যে আমারে দেখিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া
হ'ত আনমনা ॥

আহা যেন বলিবার
কত ছিল তার
বলা ত হলো না।

হায় দিন চলে গেল
সকলি ফুরা'ল
সে শুধু এলো না।

বল গেছে কতদূর
বেদনা বিধূর
হৃদি খানি ল'য়ে

আজ কেন সে তাহার
ব্যথা অশ্রুধার
গেলনা মুছিয়ে।

ওই গগনের গায়
শোভে নীলিমায়
যত তারাবালা

তারা মাধুরী ছড়ায়ে
ধরা পানে চেয়ে
করে কত খেলা।

তাই আমি ভাবি মনে
বুঝি সংগোপনে
তার দুটী আঁখি।
শুধু নিরাশায় মরি
ঢালে আঁখি বারি
আমা পরে রাখি।
ওগো তাই বিশ্ববাসী
পোহাইলে নিশি
দেখে যে নীহার।
এই দুর্ব্বাদল পরে
গাঁথা থরে থরে
মুকুতার হার
সে যে তার-অশ্রুধার।

কেন সে বাজায় ?

১

সে কেন অমন করে বাঁশরী বাজায় ?
বিপিনে বাজায় বাঁশী পশে হৃদি মূলে আসি
বাঁশী কেন নিতি নিতি আমারে কাঁদায়
কেনরে অমন করে বাঁশরী বাজায়।

২

কেন বাঁশী থেকে থেকে করে আলাপন
যবে আমি আনমনে, বসে থাকি বাতায়নে
ধ্বনিয়া মধুর সুরে করে আবাহন
সে কেন বাঁশীতে সখি করে আলাপন ?

৩

ত্যেজেছি সকল সখি বাঁশী তরে তার
কুলশীল লাজ ভয় ত্যাজিয়াছি সমুদয়
সদা গুরুজন ভয় নাহিলো আমার
সকলি ত্যেজিছি সখি বাঁশী তরে তার।

৪

কেন সে অমন করে বাঁশরী বাজায়।
এত করে বাঁধি মনে রাখি প্রেম সযতনে
তবু বাঁশী কেন সখি আমারে কাঁদায় ?
সে কেন অমন করে বাঁশরী বাজায় ?

৫

সে যেন সজনী বাঁশী আর না বাজায়
যাও সখি ব'লো তারে আর যেন বারে বারে
পাগল করিয়ে মোরে বাঁশী না বাজায় ?
কেন সে অমন করে বাঁশরী বাজায় ?

রামচন্দ্র।

শ্যামল সুন্দর, রাম রঘুবর,
লক্ষ্মণ পূর্ব্বজ রাবণারি।
দশরথ তনয়, সরল হৃদয়,
মহারাজ হে নৃপকেশরি!
সীতাপতিরাম, সুতনু সুঠাম,
দেব হরধনু ভঙ্গ কারি!
কৌশল্যানন্দন, বন্দে জগজ্জন,
গাহে সদা মহিমা তোমারি॥
পিতৃ সত্য তরে দ্বাদশ বৎসরে
করিলা দারুণ বনবাস।
পঞ্চবটী বনে নিশাচরগণে
সীতা হরি করিল উল্লাস।
দ্বাদশ যোজন, সমুদ্র বন্ধন,
করেছিলে তুমি অনায়াসে!
স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী, ছারখার করি,
সীতা উদ্ধারিলে কত ক্লেশে॥
সহচর সনে, রাবণ নিধনে,
পুরা'লে দেবের মনোরথ।
জয় জয় রাম, গাহি অবিরাম,
চলে কপিগণ তব সাথ॥

অনল জ্বালিয়ে, সীতা পরিক্ষীয়ে,
লয়ে গেলে দেবী নিজ ঘরে।
পুন বনে দিলে, অসতী ভাবিলে,
নিল বাল্মিকী তারে আদরে।
গর্ভবতী সতী, বনে দিলে পতি,
জনমিল তনয় আশ্রমে।
শিখাইল গান, গাথা রামায়ণ,
মুনিবর তারে কত প্রেমে।
সত্য রঞ্জনে রাজা, পুত্র-সম প্রজা,
পালিলে সদা অতি যতনে।
যজ্ঞ আরম্ভিলা, বাল্মিকী আসিলা,
লয়ে জানকীরে পূত মনে।
লবকুশ গীত, শুনি হরষিত,
আদরে কোলেতে তুলে নিলে।
জনমদুঃখিনী, জনক-নন্দিনী,
তারে দেখে নাহি সম্ভাষিলে।
সীতা মনোদুঃখে, রহে অধোমুখে,
ডাকে ধরণী লও মা কোলে।
মেদিনী ফাটিল, রাণী চলে গেল,
কেশে টানি তুমি রাখিলে।
প্রতিমা সোণার, গঠিলে সীতার,
ব্রহ্মচর্য্য কর অবশেষে।

শ্যামলসুন্দর, তনু মনোহর,
পুন শোভিল গৈরিকবেশে।
নীলোৎপল দল, নয়ন যুগল।
জয় জয় রাম রঘুবর।
গাহি তব গাথা, ঘুচে হৃদি ব্যাথা.
দয়ার সাগর গুণধর।

বৃন্দাবন দর্শনে।

এই কুঞ্জবনে মধুপ গুঞ্জনে
কত কথা আজি জাগিছে স্মরণে।
আছে সে মাধবী লতিকা তমাল,
আছে নিধুবন প্রেমলীলা স্থল
কোথা বনমালী রাধিকা রমণ।
কোথা ব্রজসখা চরা'ত গোধন?
কোথা সে মানিনী রাধা প্রেমময়ী
কোথা পিতানন্দ সে যশোদা মায়ী?
কোথা ব্রজবালা গাঁথি বনমালা
পরা'ত শ্যামেরে নাচিত সে কালা।
দেখি শ্যামচাঁদে কত শুকসারী
আনন্দে নাচিত ময়ূর ময়ূরী।

কোথা সে যমুনা স্বচ্ছ নীলিমায়,
বুকে তুলে তার নিত শ্যামরায় ?
আছে দেহ তাঁর প্রাণ শূন্যকায়া
দিতেছে কদম্ব সুশীতল ছায়া।
আছে সে শ্যামল নব দুর্ব্বাদল
যাহাতে চরিত কৃষ্ণ-ধেনু দল।
সকলি সে আছে শোভা নাহি শুধু।
আছে বৃন্দাবন আছে গোপবধূ।
শ্যামহারা হয়ে মরমে মরিয়ে
সবে আছে সখি স্মৃতি বুকে লয়ে।

৭ই জুলাই ১৮৯৯।

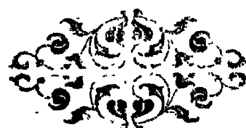
দময়ন্তী।

বিশাল গভীর বন ঘন অন্ধকার,
নীরবতা মহাবিশ্বে করিছে প্রচার।
তাল, শাল, আদি করি দীর্ঘ তরুচয়
মহাশূন্যে উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া রয়।
ভয়াল ভীষণ কিন্তু শান্ত বনস্থলী
যেথা গেছে নলরাজা বৈদর্ভীরে ফেলি।
পবিত্র দাম্পত্য ভাব সরলতা মনে
সুপ্তিমগ্ন, জানে দেবী আছে পতিসনে।

হেনকালে কাল নিদ্রা ভাঙিল তাহার
চমকি চাহিয়া বালা হেরে চারিধার।
বিস্ময়ে ব্যাকুল মন না হেরি নরেশে,
এখনি আসিবে রাজা কর্ম্ম অবশেষে
ভাবে মনে ; বুঝি সন্ধ্যা-সূর্য্য অস্তগামী
নিত্য ক্রিয়া সমাধানে গিয়াছেন স্বামী
নানা, এত নহে সান্ধ্য সমীর হিল্লোল,
এ যে গভীর রজনী ঘন বনস্থল।
কোথা যাব তরুপত্র বিহঙ্গ নিকর
বোলে দাও মোরে কোথা মম প্রাণেশ্বর ?
পথশ্রমে শ্রান্ত হৃদে মাগিতে আশ্রয়
রাজ্য ধন হারা স্বামী গিয়াছে কোথায় ?
ওমা বনদেবী তুমি বলগো আমারে
কোন পথে গেলে আমি পাইব পতিরে ?
কাঁদিল কাতরে কত দময়ন্তী সতী
তবু না আসিল ফিরে নল মহামতি।
হাসিল বিকট হাসি উচ্চ প্রতিধ্বনী,
গণিল প্রমাদ মনে নলের কামিনী।
কত কষ্ট পা'বে রাজা আমার বিহনে।
সকাতরে যুড়িকর ডাকে ভগবানে।
দেখো দেব শুন আজি মম এ মিনতি
কোন মতে যেন তাঁর না ঘটে দুর্গতি।

মহারাজ হ'য়ে প্রভু বনবাসী শেষে
এই কি লিখেছ ভালে বিধি অবশেষে।
চরণ সেবিব বলি আসিলাম বনে
তাহাতেও বাদী দেব হ'লে কি কারণে?
কে তাঁরে তুলিয়া দিবে ক্ষুধা পেলে ফল
বুঝি রাজা তৃষ্ণা পেলে নাহি পিবে জল।
হে ঈশ্বর দেখো তুমি পতিরে আমার
মধুরসে ভরা ফল মুখে দিও তাঁর।
স্বচ্ছ উৎস খুলে দিও পিপাসার বারি
রাখিও প্রার্থনা মম আমি সতী নারী।
শুনে কলি মহানন্দে কহিল ডাকিয়া
"দেখলো দুর্গতি কত নলেরে ধরিয়া।
স্বয়ম্বর কালে কৈলি যত অপমান
এবে সব শোধ দিব করি হত মান।
যৌবনে গর্ব্বিতা নারী ধর কত রঙ্গ
দেখিব কেমনে রাখ পুণ্যশ্লোক নল?

৫ই জুলাই



সখীর প্রতি

১

সখিরে ! নিঠুর বোলোনা তায় !
সে যদি নিঠুর হবে অত প্রেম কার তরে
আমার হৃদয় তন্ত্রী সেই শ্যামরায় ।
সে বাঁশী তাহার মুখে সে বাঁশী আমার বুকে
ধ্বনিয়া মধুর সুরে মরমে লুকায়
সখিরে বোলোনা নিঠুর তায় !

২

সখিরে বোলোনা কপট তায় !
সে নহে কপটকালা জানেনা কথার ছলা
ভালবাসে তাই আসে দেখিতে আমায় ।
যেতে যেতে ফিরে চায়, বাঁশী কাঁদে উভরায়
লোক লাজ ভয়ে সখি কিবা আসে যায় ?
কপট বোলোনা সখিরে তায় !

৩

সখিরে সে নহে লম্পট শ্যাম
সে যে মম প্রাণাধার রাধা গায় বাঁশী তার
হৃদে তার লেখা আছে শুধু রাধা নাম
রাধারে পাগল করে সে ফেরে যমুনা তীরে
দাঁড়ায় কদম্ব মূলে খুলি কেশ দাম ।

৪

সখি, জানেনা চাতুরী ছলা
আলিঙ্গিতে শ্যামকায় যমুনা বহিয়ে যায়
নীরবে প্রণয় গীতি গায় কত বালা।
দিতে শ্যামে উপহার শিরে পুষ্প অর্ঘ্য ভার
কেতকী, কদম্ব হের শোভায় উজলা
সেযে জানেনা চাতুরী ছলা।

৫

শ্যাম মম নীরদ বরণ
বিজলী তাহার আশে লুকায়ে নীরদ পাশে
রূপ তার ক্ষণপ্রভা করে দরশন
হের সখি শ্যামে হেরি নাচে ময়ূর ময়ূরী
কি কারণে আমোদিত করে কুঞ্জবন,
শ্যাম মম নীরদ বরণ।

৬

সখি সেযে বিশ্বের জীবন
দেখলো শ্যামেরে তুমি তমাল ডালেতে বসি
কুহু স্বরে পিকবধূ গায় কত গান
নব দুর্ব্বাদল দল আছে হয়ে সচঞ্চল
কবে শ্যাম তার পরে করিবে শয়ন
সে শুধু আমার নয় বিশ্বের জীবন!

৭

সখি সে নহে গোপিনী রমণ

কুঞ্জবনে বাঁশী যবে বাজে রাধা রাধা রবে

গোপবধূ সবে মিলি করে আগমন

বিবশা কূলের বালা সহিতে পারে না জ্বালা

আদরে কালারে হৃদে করেছে বরণ

তাইলো আমার শ্যাম গোপিনী রঞ্জন।

৪ঠা জুলাই ১৮৯৯।

মিছে।

সবি কি গো গেছে

তবে কেন মিছে

এত মায়াপাশ ?

ঘুচেছে কি আশা

দারুণ নিরাশা

হাসে অট্টহাস ?

বৃথা এ প্রমোদ

ধরার আমোদ

সার অশ্রুজল

এত স্নেহ দয়া

এত প্রেমমায়া

সকলি বিফল।

মিছে।

প্রহেলিকা প্রায়
সবি মিশে যায়
রয় শুধু স্মৃতি
সারাটা জীবনে
কার অন্বেষণে
কে আমার সাথী
ঘোর অন্ধকার
এত হাহাকার
কিছু নাহি রয়
দিতে নিতে খালি
যায় পিছে ফেলি
এ দীর্ঘ সময়
মিছে এ কামনা
বৃথা এ বাসনা
সব দূরে যাক্
তোমারি মূরতি
হোক চির সাথী
প্রাণভ'রে থাক।

প্রার্থনা।

ওহে রমানাথ করি প্রণিপাত।
যুক্ত যেন রহে আত্মা তব সাথ

জীবনে মরণে।

যবে কর্ম্ম মোর হবে অবসান
তুমি পদপ্রান্তে দিও দেব স্থান।
আমা হ'তে তুমি ভাব মোর তরে
অধিক কি আর কহিব তোমারে?
তুমি চন্দ্র সূর্য্য হতে জ্যোতিষ্মান্
কেমনে গাহিব তব প্রেম গান?
হে বাল গোপাল। বংশীধর হরি!
কর জ্ঞান দান তব নাম স্মরি।
জানিনাত দেব ভজন পূজন
করিবা কি ক'রে তব আরাধন?
প্রাণ চায় তোমা জানি বারে বারে
করো'না বিচ্ছেদ তোমা হতে মোরে
হে অনাদি শ্রেষ্ঠ সব হতে তুমি
পুরুষ! পুরাণ! জ্ঞান লীলা ভূমি!
আশী লক্ষ বার করিয়ে ভ্রমণ
পেয়েছি বাঞ্ছিত মানব জীবন।
আনন্দেতে হরি তব নাম করি
জয় দয়াময় বলে যেন মরি
এই নিবেদন চরণে।

১৮৯৯

বিশ্বেশ্বরের আরতি।

মঙ্গল আরতি ধ্বনি অন্নপূর্ণাধামে
জাগা'য়ে পাতকী নরে   কহে ঘণ্টা কি গম্ভীরে
ক্ষান্ত হয়ে মূঢ় মন দেখ হর বামে
বিরাজেন রাজ্যেশ্বরী,   কত রূপ আহামরি,
ক্ষণ মাথা নত করি কররে প্রণাম
হেম থালে অন্ন ল'য়ে   মহাকালে ভিক্ষা দিয়ে
দেখান জগৎ জনে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম!
মাগো তুমি মহামায়া   গিরিসুতা ভবজায়া
ক্ষুধায় কাতর নরে কর অন্ন দান
শিব যে মানব তরে   লয়ে ভিক্ষা পাত্র করে
দাঁড়ায়ে তোমার দ্বারে হের মূর্ত্তিমান্!
শিব শক্তি তুমি দেবী   কোটী চন্দ্র তারা রবি
তোমারি মঙ্গল গীত গাহে অবিরাম
পুণ্য বারাণসী ক্ষেত্রে   এসেছি অশান্ত চিত্তে
জুড়া'ল হৃদয় মম হেরি শান্তি ধাম।
অসি বরুণায় মিশি   হেথা গাহে দিবানিশি
হেথায় মহান্ সৃষ্টি নাহি ভেদাভেদ,
হেথায় প্রকৃতি লীলা   ব্রহ্মাণ্ড লইয়ে খেলা
শিখিছে অনন্ত শিক্ষা কত মহাবেদ।

জয় জয় বিশ্বেশ্বর গাহিছে সুষুপ্ত নর
বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ ভেদিয়া গগন।
শিখাও মা ক্ষমা ভক্তি দাও গো জীবের মুক্তি
তোমারি করুণা কণা কর বিতরণ।

১৮৯৮

সন্তান।

কোথা হতে কেন তোরা
এসেছিস্ পথহারা
দেব শিশুগণ
আসিয়া আমার দ্বারে
কেন চাস্ মুখ পরে
অযাচিত ধন?
কোন স্বর্গে ছিলি তোরা
নগ্ন তনু মায়া ঘেরা
ওরে তোরা কার
উজলি বিমান পথে
আসিলি কনক রথে
শিশু সুকুমার।

কে সেই অমর বালা
যার কোল করি আলা
ফুটে ছিলি ফুল
ত্রিদিব নন্দন বনে
দেব পারিজাত সনে
শোভায় অতুল

বুঝি সেই দেব নারী
পিয়াতে পীযূষ বারি
স্নেহে ঢল ঢল,
হয়ে গেলি কক্ষচ্যুত
ক্ষুদ্র দেহে বল কত
রে শিশু চপল ;

দীপ্ত দিনমণি ভায়
স্বর্গ পথ মেঘ ছায়
এলি তাই ধরে
মমতা অমিয়া মাখি
স্নেহ পক্ষে সদা ঢাকি
রাখিব আদরে
থাক্ মোর ঘরে।

আক্ষেপ।

আজি এই শুভদিনে জাগিছে স্মরণে
সে দিনের কথা।
সেই আকুল চঞ্চল বেদনা বিহ্বল
হৃদয়ের ব্যাথা।
সেযে কত দিন ধ'রে বলেছিল মোরে
তার সে কাহিনী
ছিল অমৃতের ধারা সে আপনা হারা
জীবন সঙ্গিনী।
ওগো বুঝি পথ ভুলে এসেছিলো চ'লে
স্বরগের রাণী
তাই কাজ সমাপিয়ে গিয়াছে চলিয়ে
সুষমার খনি।
হায় সে দিন (ও) এমনি মাধবী যামিনী
উজলি ভুবন,
আহা ল'য়ে তার স্মৃতি সে মাধবী রাতি
স্বপন মগন।
আমি তারে বুকে রেখে তার মুখ দেখে
ভাবেতে বিভোর,
আজ একা রেখে মোরে গেছে কতদূরে
মম মনোচোর?

শনি

১

শুভ্র বরণ নীল বসন
নীল বিমানচারী।
ছায়ানন্দন নীল রতন
অতি প্রিয় তোমারি।
নীল হয় বিহারি॥

২

তুমি ক্রূর গ্রহ অতি ভয়ঙ্কর
যক্ষ রক্ষ নর ডরে নিরন্তর
তব ভয়ে তারা কাঁপে থর থর।
ওহে শনৈশ্চর মহাভয়হারী।
কোটী কোটী তোমা নমস্কার করি॥

৩

তোমারি কোপেতে শ্রীবৎস রাজা
রাজ্যধন হারা, পেলে কত সাজা।
চিন্তা পত্নী সনে যায় ঘোর বনে
হাহাকার রাজ্যে কাঁদে যত প্রজা।

৪

মুখ হতে তুমি অন্ন কেড়ে নিলে
দগ্ধ মীন তার পালা'ল সলিলে।

আরো কত কষ্ট দিলে অবশেষ
পত্নীহারা রাজা পেলে কত ক্লেশ।

৫

মানব জীবনে উল্কাপিণ্ড প্রায়
তোমার উদয় যখনি হে হয়।
কোপ দৃষ্টে যদি চাহ একবার
কোথায় সকল লয় পায় তার।
রক্ষা কর মোরে ওহে ভয়হারী
আমি মহাভীত আশ্রিত তোমারি

আহ্বান।

চঞ্চল নুপুর ও চারু চরণে
বাজিছে রাগিণী নব নব তানে
এস গীতময়ি! এ মনো ভবনে
যাক পুলকে ভরিয়ে হৃদয়।
আমি তোমা দেখি হ'য়ে আত্মহারা
দেখেছ কি তুমি মোর অশ্রুধারা
কি মহা স্বপনে আমিলো বিভোরা
দেখিতেছি তোমা সারা বিশ্বময়

এই যে উঠিছে মধুর ঝঙ্কার
শুনি দূরে যায় হৃদয়ের ভার
পরাণেতে হয় প্রীতির সঞ্চার
কোথা পেলে দেবি এ নব তান ?
কত যুগ তুমি করেছ সাধনা
তাই এ বাজিছে করুণ মূর্চ্ছনা
কার হাতে গড়া তব ওই বীণা
বলে দাও মোরে শুধু সন্ধান।
আমি জন্ম জন্ম করি আরাধন
খুঁজে লব কোথা আছে সেই জন
কোন্ শিল্পী তব করেছে গঠন
মোহ মদিরায় ভরা ও সুর।
আমি শান্তি হারা এসেছি এ পথে
তুলে লও মোরে ওই পুষ্প রথে
চিরদিন রব তব সাথে সাথে
দেখাও মোরে কোথা তব পুর ?

১৮৭৯



একাকিনী।

রেখে যারে তোরা মোরে একাকিনী
হৃদি হতে মোরে রাখ বহু দূরে
হেথায় কাঁদিব দিবস যামিনী।
আমি একাকিনী ॥

চলে যারে তোরা আনন্দ ভবনে
মোর আঁখিধারা দেখিস্ না তোরা
ঘুচাব বেদনা কাঁদিয়া নির্জ্জনে।
চির নিশিদিনে ॥

এই যে নির্জ্জন প্রকৃতি সুন্দরি।
আমি দিবানিশি হেথা রব বসি
মুছিব এ অশ্রু তার রূপ হেরি ॥

দেখ চেয়ে বহে বসন্ত পবন
মোর ব্যাথা নিয়ে স্বর্গ মাঝে গিয়ে
কহিবে সে কত দেবের সদন।
মোর বিবরণ ॥

নিয়েছি বিদায় তোমাদের কাছে
ফিরে যারে তোরা মরমেতে মরা
আমি শান্তি হীন কেন মোর পিছে ?
মোর অশ্রু আছে ॥

চিরদিন কাঁদি অলস নয়ন
যবে শ্রান্ত হবে বিদায় লইবে
এই আঁখি জল নিভিবে তখন।
ঘুমে অচেতন॥
যবে স্বর্গ দূত আসিবে হেথায়
এই দেহ মোর স্বপনে বিভোর
নিয়ে যাবে তুলে কোন অমরায়।
যাবসে কোথায়?
দেরে পুন দেরে বিদায় আমায়
চিরদিন তরে রেখে যারে মোরে
হলে দেহ লীন আসিস্ হেথায়
এই নিরাশায়।

১৮৯৯।

দেবতা।

১

ধ্যানে গড়া দেবতা আমার!
কি দিয়ে পূজিব বল চরণ তোমার?
ও পদ পূজিতে গেলে ভাসে আঁখি আঁখি জলে
কত ত্রুটী হয় প্রভু ক্ষম বার বার॥

২

মানসের প্রতিমা সাকার
অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে জ্যোতির আকার
নয়ন মুদিয়া যবে গড়ি তোমা মনে ভেবে
তব রূপে আলোকিত বিশ্ব চরাচর।

৩

আরাধ্য দেবতা সাধনার
হে মলিন মুখখানি মুর্ত্তি সুষমার
মানস কল্পনা ছবি সত্যের তরুণ রবি
কি দিয়ে চিত্রিব তব মূরতি অপার ?

৪

তুমি প্রিয় দেবতা আমার
সাধ হয় লুটাবারে চরণে তোমার
ও চারু সৌন্দর্য্য মাখা ললিত লাবণ্য ঢাকা
সরলতা প্রতিমূর্ত্তি আনন তোমার।

৫

ওই মুখ নিত্য ভালবাসি
হে মম হৃদয় রাজ্যে কিশোর সন্ন্যাসি !
কি ব্যথা হৃদয়ে ঢাকা চোখে তা রয়েছে আঁকা
কেন গো গোপন মোরে মনোবন বাসি !

৬

তব পদে লইনু স্মরণ
প্রাণের অতৃপ্ত আশা মিটেছে এখন
আঁখি জল মুছিয়াছি ভালবাসা ভুলে গেছি
ভিখারীর পূজা এবে করিবে গ্রহণ ?

১৯০২ ৫ই জুলাই।

দুঃখ সঙ্গিনী।

[illegible] জীবন সঙ্গিনী মম আদরিণী
রেখেছি হৃদয়ে মোর।
এ চির জীবন তোমারে দেখিতে
পরাণ হয়েছে ভোর॥
মম অঞ্চলের নিধি মাণিক মুকুতা
ছেড়ে দিতে প্রাণ ফাটে।
তোর আমারি লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নিশিদিন দুঃখে কাটে॥
সখি আমারি মূরতি স্বপনে দেখিয়া
হৃদয়ে এঁকেছে যতনে।
[illegible] আমারি লাগিয়া বাসর রচিয়া
মগন আমারি ধেয়ানে॥

তাই নিপুণ করেতে গাঁথিয়া মালিকা
আমারে পরাতে আসিছে।
সখি সুনীল বসনে তনুটী ঢাকিয়ে
নব অভিসারে সেজেছে॥
সে যে ছায়ার মতন মম সহচরী
আমি যে তাহার ধারণা।
সদা অন্তরের মাঝে আমারে পূজিছে
আমি যে তাহার কামনা॥
তার মম অন্তঃপুরে আমারি আসন
আমি তার প্রিয় সাথী।
যবে বাসনার সনে লালসা খেলিবে
নয়নে জ্বালাবে জ্যোতি॥
যবে ঘন অন্ধকারে ঢাকিবে মেদিনী
হিমানী ঢাকিবে তুহিনে।
যবে বিশ্ব চরাচরে রবেনা প্রভেদ
সলিল তপন গহনে॥
যবে ব্যোমের উপরে মহাব্যোম শুধু
মিশিবে অনন্ত নিখিলে।
যবে ধারনা কামনা এক হ'য়ে যাবে
আমিত্ব রবেনা ভূতলে।
মোরা তখনো সজনি পলকে পলকে
খেলিব প্রেমের খেলা।

শুধু আঁখি অনিমিষে তোমারে দেখিতে
কাটিবে মরণ বেলা ॥
১৩০৯

দোষ কার ?

নাগো দোষ কারো নাই
দোষ শুধু অদৃষ্টের
আপন অদৃষ্ট দোষে
ফেলি জল নয়নের ॥
নহ দোষী তুমি যদি
নহি দোষী প্রভু আমি।
কে জানে কে শুধু দোষী
জানগো অন্তরযামী ॥
হলে দিন অবসান
পশ্চিমে ডুবিলে রবি।
কেন আসে আঁখি বারি
হেরি সে রক্তিম ছবি ?
একে একে দিন গেল।
বুঝি হ'ল আয়ু শেষ।
পুন কি দেখিতে পাব
সেবেলা আনন্দ বেশ ?

নিবেদিতা ।

কিছুই দিলেনা প্রভু
সবি বাকি রয়ে গেল ।
কোন সাধ না মিটা'য়ে
বুঝি জীবন ফুরাল ॥
দিয়াছ কাঁদিতে শুধু
আর কিছু দাও নাই ।
আপন ক্ষুদ্রতা হেরি
সদা প্রাণ কাঁদে তাই ॥

১৮৯৯

সুপ্তি ।

নীরব মধুর বীণা । নীরব মাধুরী
সুমন্ত মুখের পরে পড়িছে লুটিয়ে ।
চুমিছে উন্মুক্ত বায় সৌন্দর্য্য লহরী
কে তুমি গো সুপ্তি মগ্ন বীণা কোলে ল'য়ে
ভগ্ন বীণা ছিন্ন তার করেনা ঝঙ্কার
মৌন মুখে দীনভাবে ধূলিতে পড়িয়া ।
আপন অবশ দেহ রাখিতে তাহার
পারেনি বক্ষেতে তব নীরবে কাঁদিয়া
অধোমুখে তাই আছে । কাতরতা তার
আছে কি ধরায় কেহ পারিবে বুঝিতে ?

প্রাণহীন দুঃখ শোক নীরব ভাষার
বুকে তারে তুলে ল'য়ে আপন করিতে ?
হে পথিক সারানিশি গেয়েছ কাতরে
কি গান আপনহারা আপনা মোহিয়া ?
মরণ কাতর এই ধরণী মাঝারে ?
নিশি শেষে শ্রান্ত মনে বিশ্রাম মাগিয়া
তাই কি শুয়েছ এই অনন্ত শয্যায়
ক্ষীরোদ সাগর মাঝে যথা নারায়ণ ?
আপনি অম্বুজা বসি রূপের প্রভায়
আলোকিয়া দশদিশি প্রেমেতে মগন
করেছিল পদসেবা। কোথা রমা তব,
সংসার নীলাম্বু মাঝে তুমি কি একেলা ?
গেয়েছ বিজনে বসি যত গান সব
সমাপন হল আজি তাই এই বেলা ?
ভাবের কৌমুদী দীপ্ত সুধাংশু কিরণ
খেলিছে মুখেতে তব থাকহে বিভোর
নয়নে জ্বালায়ে জ্যোতি জাগ্রত স্বপন
এ জনমে ভাঙ্গিওনা চিরসুপ্তি ঘোর !
তুমিও ঘুমাও বীণা চির অন্ধকারে
অনন্ত আহ্বান তব হের চারিধারে।

পিতা।

কেমনে শুধিব ঋণ জনক তোমার।
যে দিন সংসার মাঝে
জন্মিলাম নব সাজে
সেই দিন হতে নিত্য বাড়ে তব ধার॥
তার পর তব কোলে
আদর দোলাতে দুলে
সোহাগ লহর তুলে বাড়িনু আবার।
সংসারে তাপিত কায়া
তুমি না করিলে মায়া
বল বুদ্ধি বিবেচনা কোথা যেত তার॥
আশৈশব তব সনে
যে শিক্ষা লভিনু মনে
কৈশোরে সে মনোবৃত্তি পরিণতি পায়।
যার বলে এত দিন
ধূলিতে হইনি লীন
সে শুধু নিশ্চয় পিতা তোমারি কৃপায়॥
সংসার সমুদ্র শিরে
গর্জ্জিতেছে ঘনঘোরে
দাঁড়ায়ে অচল সম নাহি কোন ভয়।

নির্দ্দেশিলে লক্ষ্য স্থলে
চলিনু তোমার বলে
হাত ধরে চলিলাম ধীরে পায় পায়॥
তুমি যদি এ সুপথে
মোরে আজ না দেখাতে
ক্ষুদ্র এই মন বুদ্ধি কোথা যেত ভেসে?
করিয়ে জীবের সৃষ্টি
প্রকৃতির পরিপুষ্টি
শিখালে সন্তানে কত ধর্ম্ম অবশেষে॥
প্রদানি স্নেহের ছায়া
কত তারে কর দয়া
সাধ্য কি মানব শোধে কণামাত্র তার।
কভু যদি দেখ তার
লেশ মাত্র দুঃখ ভার
কত না যাতনা পাও হৃদয়ে তোমার॥
তুমি প্রতিমূর্ত্তি দেব বিশ্ব বিধাতার।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধনেত্রে করি নমস্কার॥
যত অপরাধ পিতঃ করিয়াছি পায়।
দুঃখিনী তনয়া তব আজ ক্ষমা চায়॥

১৮৯৯

ভ্রমর।

হালো লো মানিনী বধূ তোর বুকে এত মধু
কালো মেয়ে ব'লে সবে করে অপমান।
হোক কালো কিবা ক্ষতি তুই যে সরলা অতি
কোমল হৃদয়ে তোর বড় অভিমান॥

কাল মান কাল হল সুধা হ'ল হলাহল
সাধের প্রেমেতে তোর আনিল বিষাদ।
একেক মানেরে ছাড়ি না গেলে "বাপের বাড়ী"
তা হ'লে ঘটিত কিরে এত পরমাদ॥

কালে সুখা'ল ফুল শুধু ক্ষণেকের ভুল
তাহারে ঝরিয়ে দিল আর ফুটিল না
হায়গো গোবিন্দলাল না মানিলে কালাকাল
চরণে দলিলে যারে সেতো ফিরিল না॥

এখাবার নহ ভুমি তাই ত্যজি মরভূমি
গিয়াছ দ্যুলোকে চলি সরল কুসুম।
আশীষ করলো সতি শিখি মোরা পুণ্যবতি
আমরণ পতিভক্তি যেন তব সম॥

দরিদ্র।

১

স্থির, সূক্ষ্ম, অচঞ্চল, পাষাণ মূরতি।
আয়রে দরিদ্র আয় জীবনের সাথী।

সংসারে সকলে মোরে   গেছে যবে ছেড়ে দূরে
কাঁদি আমি এ প্রান্তরে একা চিররাতি ।

২

বিকট ভীষণ মূর্ত্তি অস্থিচর্ম্মসার ।
হে দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের নিত্য-সহচর,
গলেতে কঙ্কাল-মালা   নয়নে অনল-জ্বালা
হৃদয় পুড়িয়ে গিয়ে হয়েছে অঙ্গার ।

৩

তোর ভীম ঝঞ্ঝা-বায়ু বহিবে যখন
কহিবে সকলে শুধু দীন অভাজন ।
সংসার বিদ্রূপ হেসে   ফেলে যাবে দূরে শেষে
শব-সম হেয় করি হায়রে জীবন ।

৪

হে দারিদ্র্য কিশোরেতে অঙ্কুর-উদয়
যৌবনেতে নর সনে নিত্য পরিচয়
সম্মুখে সুখের রবি   আশা যে দেখায় ছবি
হতভাগ্য সে হীন প্রাণ শুধু চেয়ে রয় ।

৫

প্রাণে তার কত সাধ কত আকিঞ্চন
কে বুঝিবে বল তার যাতনা বেদন ।
সাধ না মিটাতে পেরে,   শুধুই নয়ন ঝরে,
ঘৃণা লাঞ্ছনায় করে অঙ্গের ভূষণ ।

৬

একবার তুমি যারে কর আলিঙ্গন
তাঁকে সেই দিবানিশি কোথায় মরণ ?
আর কেহ এ সংসারে নাহি তারে সমাদরে
হোক সে মানীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী জন।

৭

যে জন অভাগ্য হেয় ঘৃণিত জগতে,
শুধু সে যে তব প্রিয়, আছ তার সাথে ;
এই শান্তি তার মনে,
আছ চেয়ে আনমনে,
শঙ্কিত কম্পিত হৃদে তার আশাপথে।

৮

তোমার কঠোর করে তারে পরশিয়া
শান্ত কর শান্ত কর জর্জ্জরিত হিয়া।
অনাদরে অপমানে
যে জ্বালা তাহার প্রাণে
তার সেই আঁখি বারি দাও মুছাইয়া।

১৮৯৯।



মাতা।

মাগো কত ভালবাসা ধর ও অন্তরে,
সীমাহীন সংখ্যাহীন নিশিদিন ধ'রে।
অনন্ত অনন্ত দিন, ক্ষুদ্র নর, জ্ঞানহীন
চায় তোমা অন্বেষিতে না পায় সন্ধান॥
সে যে গো অবোধ নর, তাই ভাবে নিরন্তর,
সীমাবদ্ধ মাতৃপ্রেম আছে মা তুলন।
তুমি বেঁধে না রাখিলে, দিয়া প্রেম কত ছলে,
কে রাখিত বল দেখি! উন্মত্ত মানবে॥
তব প্রেমময়ী মূর্ত্তি মোহিনী জীবের খাতি
স্নেহ, দয়া, প্রেম, পুষ্টি কে দেখাত ভবে?
নর জড়পিণ্ড-প্রায় যবে তার জন্ম লয়
পিয়ায়ে পীযূষ-ধারা কর মা সবল॥
বহু দিন মাস ধ'রে মানব আকারে তারে
পরিণত করি দাও জ্ঞান বুদ্ধি বল।
জননী ভগিনী জায়া কতরূপে মহামায়া
কর লীলা মাতৃরূপা মানবে তুষিয়া॥
সন্তান-কল্যাণ লাগি হয়ে মাগো সর্ব্বত্যাগী
এক মনে এক ধ্যানে সে মুখে চাহিয়া।
মন্দ নরা পাপিষ্ঠ অতি জ্ঞানহীনা মূঢ়মতি
তাই গো তোমার স্নেহ পারিনা বুঝিতে॥

এসেছি তোমার কোলে পুন যবে যাব চলে
পারি যেন তব কোলে এ আঁখি মুদিতে ?
তোমার আদর্শ মাতা কিবা আছে আর,
সর্ব্বংসহা ধরণীই তুলনা তোমার।

কোথা যাবে ?

কোথা যাবে কোথা যাবে তুমি প্রিয়তম
ভালবাসা ঘেরা এই হৃদি হ'তে মম ?
বাহিরে দুর্দ্দিন বড় দাঁড়ায়ে শিয়রে
দুঃখের অনন্ত ছায়া কাঁপে ধীরে ধীরে।
সেথা যেতে নাহি দিব থাক হেথা মোর
এ ক্ষুদ্র হৃদয় ল'য়ে প্রেমে হোয়ে ভোর।
হে অশান্ত ! হে ব্যথিত ! হে প্রিয় আমার
যেওনা ছলনা-মাখা সংসার মাঝার।
জানকি ধরার খেলা সুকঠিন কত
পারিবে কি উদযাপিতে সে মহান্ ব্রত ?
অতি সুকুমার তব কোমল হৃদয়
অচল অটলভাবে বিশ্ব করি জয়
রহিবে আজন্ম ধরি হিমগিরি মত ॥
শ্মশান কঙ্কালময় শোক দুঃখ হত,

দূরে যাবে তোমা হেরি। শুধু হাস্য মুখে
আনন্দেরে আলিঙ্গিয়া লবে তব বুকে ?
এ বিশ্ব বেদনা-গড়া, ক্রন্দনের রোলে,
মর্ত্ত্য জন্ম-সাধ সব কোথা যায় চলে।
স্মৃতি শুধু চিতা সম জ্বলে আমরণ।
ফের পান্থ সে পথেতে করোনা গমন।
স্বহস্তে রচেছি হেথা পুষ্পবীথি তলে
নবীন বাসর-শয্যা দিয়ে দুর্ব্বাদলে।
নিত্য নিত্য মালা গাঁথি সাজাব তোমায়,
তরুণ অরুণ রূপে বিশ্ব-শোভাময়।
হবে যবে সুপ্ত সবে যাব নদীতীরে
তব স্নান হেতু নিজে বারি আনিবারে।
শ্যামা মেদিনীর পরে করিয়া শয়ন,
তন্দ্রাতুর আঁখি মেলি দেখিবে স্বপন॥
সিত পূর্ণিমার নিশি ঢালিছে কেমন
রজত কিরণ-ধারা! শান্তি-নিমগন
বিশ্ব! ছায়া সম বসিয়া নীরবে
অঞ্চলেতে করিব ব্যজন ধীরে।
স্বপন-খচিত মুখে হেরিব কেমন,
কৌমুদী লুটায়ে পড়ি করিছে চুম্বন।
নীল চন্দ্রাতপ চারু শোভি শির'পরি
ঢালিবে তুহিন-কণা স্নেহপূত বারি

এ হৃদয়ে যত কিছু শুধু তোমা তরে
সাজায়ে রেখেছি সবি যেওনাকো দূরে

৭ই জুলাই —

প্রত্যাগমন।

ওরে পথহারা শ্রান্ত শিশুটী
ফিরে কি এসেছ ঘরে ?
শুখায়েছে মুখ আয় কোলে আয়
গিয়াছিলি কতদূরে ?
ওরেরে অশান্ত অবোধ বালক
ছুটে আয় ত্বরা আয়,
কি দেখেছ সেথা বলনা আমায়
পেয়েছিস্ কেন ভয় ?
কতবার মোরা করেছিনু মানা
করুণ রোদন ক'রে।
না শুনে সে মানা গিয়েছিলি পালায়ে
বড় অভিমান-ভরে।
কোন সুরলোকে দেবতার কাছে
গিয়াছিলি তুই চলে।
এ দুঃখ বেদনে ধরার ভবনে
আমাদের একা ফেলে।

এত দিন পরে পড়িল কি মনে
ওরে অঞ্চলের নিধি ?
পুন ক্রোধ ভরে যাস্‌নে চলিয়ে
ফিরে, এসেছিস যদি।

স্মৃতি।

কবে কোন্ অতৃপ্ত চুম্বনে জীবনের প্রথম মিলনে
অনিদ্রায় কেটেছে যামিনী ?
লুকানো সে প্রাণের বাসনা, বাহিরিতে করি আনাগোনা
সরমেতে ফুটেও ফোটেনি॥
প্রথম-প্রণয় পুষ্পরাশি সবে মাত্র উঠিল বিকাশি
প্রাণে জাগে কত সুখ সাধ।
কেঁপে ছিলো পুলকে হৃদয় এত কিগো তারে বলা যায়
লজ্জা আসি সাধিলরে বাদ।
নয়নেতে ছিল ঘুম ঘোর, সুখ নিশা হয় হয় ভোর,
বলি বলি বলাত হ'লনা॥
পূর্ব্বদিকে অরুণ কিরণ, জানাইল উষা আগমন,
নিশি গেল আরত এলোনা।
দোয়েল গাহিল মধুস্বরে, "জাগ জাগ নববধূ ওরে",
সলাজেতে শিরে দিনু বাস॥

কত রাতি গেল পুন এলো, কিন্তু হায় আর কি মিটিল
সে দিনের সেই সে পিয়াস।
আর সর্ব্বস্ব কি দিলে মম, ফিরে পাব সে দিনের সম
মিলনের মধুর রজনী।
তাই আজ জাগিছে স্মরণে, কোথা দিয়ে কাটিল কেমনে,
"ফুলশয্যা" স্বপন-কাহিনী॥

জগন্নাথ।

১

এসেছি হে বহুদূর হ'তে
আনিয়াছি এই ফুলমালা,
অতিক্রমি বহুদূর পথে
দীন মনে দীপ সারা বেলা
সারানিশি। এসেছি কাতরে
তোমারি মন্দির দ্বারে আজ।
লয়ে অর্ঘ্য তোমারি দুয়ারে
ডাকিতেছি কোথা রাজ-রাজ?
দেখা দাও জগত-ঈশ্বর
দেখা দাও রাজ-রাজেশ্বর।

২

আসিয়াছে কত লোক হেথা,
আনিয়াছে কত উপহার;

ভক্তিভরে হৃদয়ের ব্যথা;
জানাতেছে চরণে তোমার।
কেহ দেয় কত রত্ন ধন,
কেহ দেয় ফুল সচন্দন;
ধূপ দেয় করি সযতন,
মালা কেহ করিল অর্পণ।
সকলেরি পূর্ণ মনস্কাম
করিলে হে কৃষ্ণ বলরাম।

৩

হেথা আসিয়াছি আমি দীন।
পূজা হেতু নাহি আয়োজন
প্রেমাঞ্জলি ভক্তি অর্ঘ্য বিনা
জানিনাকো ভজন পূজন
অশ্রু মোর সঞ্চিত যতনে,
তাই দিয়ে গাঁথিয়াছি মালা;
সায়াহ্নেতে বসিয়া বিজনে,
ভুলে গিয়ে যত ধূল খেলা।
দীন-সখা তুমি নারায়ণ
রাখ পায় আশ্রিত যে জন।

দর্শন-লালসা

সখা, কত দিন ধ'রে দেখিনি তোমারে
উঠিছে হৃদয়ে সাধ।
বলো, বহুদিন পরে এত আশা ক'রে
কে হেন সাধিল বাদ ?
ওই ইন্দ্রধনু গড়া মূরতি তোমার
জাগিছে নয়ন'পরে।
তাই বাঁধি বাঁধি করি মনেরে নিবারি
রাখিতে নারিনু ধ'রে।
হায় ব্যাকুল বাসনা পড়িছে লুটায়ে
সুখ-আশা মনে জাগে
তাই কাতর পরাণে সজল নয়নে
ডাকি কত অনুরাগে।
মম হৃদয়-গগনে পূর্ণ শশধর
আমি তব ধ্রুব তারা,
তুমি শোভ নীলাকাশে দেখি দূরে থেকে
হইয়ে আপনা-হারা।
আজ অন্তর মাঝারে অমানিশি কেন
নাহিক চাঁদের আলো
যদি মাধবী যামিনী মেঘে থাকে ঘেরা
লাগে কি কাহারো ভালো ?

অভিষেক

জয় মহারাজ, ভারত ঈশ্বর
তব অভিষেকে মোরা ক্ষুদ্র নর
করিতেছি আজ মঙ্গল কামনা।
শত্রু দল তব সবে পরাজিত
সম্মুখ সংগ্রামে হোক্ নিপতিত
ঘোষুক সকলে বিজয় ঘোষণা॥

জয় মহারাজ! বৃটন-ঈশ্বর
তব যশ গাহি মোরা ক্ষুদ্র নর
নাহিক মোদের সম্পদ সহায়।
সিন্ধু কুমারিকা আসমুদ্র ক্ষিতি
তব রাজ্য হোক চিরদিন স্থিতি
মোরা যেন রহি নির্ভয় হৃদয়।

তব পুত্রগণ অটল হৃদয়ে
শাসুক মেদিনী বিশ্ব করি জয়
চিরদিন রোক্ সংগ্রামে অচল।
ছিলে যুবরাজ আজিকে সম্রাট্
জয় জয় তুমি ধন্য এডওয়ার্ড
অজেয় অমেয় হোক্ তব বল।

মাতৃ-শোকানল ফেল মুছে আজ
কর যত তাঁর আছে পুণ্য কাজ
স্বর্গ হ'তে তিনি দেখিছেন সব।

তাঁর আশীর্ব্বাদ হবে না বিফল
অশ্রুজলে তাঁর লভিবে মঙ্গল
ধরা মাঝে পাবে অতুল বৈভব ।

জয় মহারাজ জয় জয় ধ্বনি
কম্পিত করুক আকাশ মেদিনী
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে তোমারি জয় ।

সতেক তোমার ভারত সন্তান
ভুলে গিয়ে সব দ্বেষ অভিমান
ভ্রাতৃপ্রেম-সূত্রে যেন বাঁধা রয় ।

ওহে মহারাজ করুণ নয়নে,
দেখো চেয়ে তব দীন প্রজাগণে
বিজিত এ জাতি হেয় জগতের

ছিল হেন দিন এরাও ভূতলে,
মহাবীর্য্যশালী বধি শত্রুদলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি ছিল মহত্বের ।

সভ্যতা-সোপান জ্ঞানের ভাণ্ডার
দয়া মায়া ছিল হৃদয় মাঝার
লভেছিলা কীর্ত্তি সুচারু শিল্পে

আদর্শ জননী ভারত-রমণী
পত্নীরূপে ছিল শক্তি-স্বরূপিণী
এবে সেই জাতি দলিত পদেতে

তুমি রাজ্যেশ্বর অতি গুনবান্
রেখো দয়া ক'রে মানীর সম্মান
পরমেশ তব করুন্ মঙ্গল;
রাণী কুলমণি জননী তোমার,
তুমি নরপতি তনয় তাঁহার
দীন প্রজাদের মোছ অশ্রুজল॥

শৈশব কাল

১

আয়রে শৈশব-কাল অতীত জীবন।
আদি খুসি নৃত্য গীত, আয় পুলকিত চিত,
আয়রে সোহাগে গলা প্রফুল্ল বদন।
ঘোচা এ মলিন মুখ মোছা রে নয়ন॥

২

এস রে শৈশব মম জুড়ান জীবন,
জীবন মধ্যাহ্নকালে, খর রবি-কর-জালে,
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত আমি অতি অভাজন,
কি দিলে পাইব আজি তব দরশন?

৩

মায়ামৃগ ! কতদূরে করিলি গমন ?
স্মৃতিতে মাধুরী মাখা, সুখ-ছবি-চোখে আঁকা,
বিনোদ হাসিতে ঢাকা সজল নয়ন ॥
সাধের শৈশব মোর আকাঙ্খার ধন ।

৪

কত তৃপ্তি কত সুখ ছিল এ বুকেতে ;
ছিল না গরলময়, বেদনা বিষাদ ভয়,
নিতুই নূতন আশা জাগিত প্রাণেতে
অমূল্য রতন তুই আয় এ বুকেতে ।

৫

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের স্মরণ
সাধের শৈশবকাল, ভরিয়ে হৃদয়-থাল,
প্রেম-প্রীতি-পুষ্পদল সন্তোষ-চন্দন,
সাজারে সাজারে পুনঃ মন নিকেতন ;

৬

আঁধারের আলো তুই অমূল্য রতন
এ পোড়া অশান্ত চিতে, সংসার-মরুর ক্ষেত্রে,
বিদগ্ধ-হৃদয় যবে হইব দহন ।
একমাত্র শান্তি-সুখ তোমারে স্মরণ ;

৭

সাধের শৈশবকাল আকাঙ্ক্ষার ধন।
আয়রে প্রমোদ-হাসি, আকুল উচ্ছ্বাসে ভাসি,
লক্ষ্যহীন সুখ-ছবি জীবন-রঞ্জন।
এ বুকে সদাই থাক্ আনন্দে মগন।

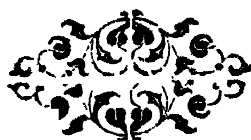
৮

চারু সরলতা ছবি মুরতি তোমার
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আনন্দের লীলাভূমি,
স্নেহের শৈশবকাল বিগত এবার
জন্মান্তরে দরশনে পাব না কি আর?

মনে পড়ে।

স্তব্ধ নীশিথে বসি বাতায়নে,
কার মুখ খানি পড়ে আজি মনে
কোন দুঃখ গাঁথা উদাস পরাণে,
কার এলোচুল সুবঙ্কিম গ্রীবা?
বিমল-মাধুরী-মহিমা-জড়িত
ক্লান্ত আঁখি-পাতা স্বপনে খচিত
স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক হ'য়ে উজ্জ্বলিত
তাপিত পরাণে কোন দিব্য বিভা?

যেন স্বপ্ন-ঘোরে কোন ছায়া-বালা
এসেছিল হেথা রূপে করি আলো
গেছে সে নিবায়ে আপনার জ্বালা
ফেলে গেছে শুধু স্মৃতি খানি তার
কি করিলি চুরি ওলো মন-চোর
কি বিষাদে তুই এত না সুন্দর
হে বিমানচারী তনু মনোহর
বল্ বল্ তোর হৃদয়ের ভার ?
আপনার ব্যাথা আপনি লুকায়ে
নিঠুর বেদনে মরমে মরিয়ে
রাখিলি গোপনে কত লাজে ভয়ে
আমরি হৃদয় কত না সুন্দর !
কে লো সুন্দরি রূপসী রমণী—
কার তুই ছিলি মরকত মণি
কার শিরশোভা প্রণয়ের খনি
কিবা বিনিময়ে লভিলি অম্বর ?



কবি।

ভাবময় কবি, ভাবেতে বিভোর প্রাণ
কি আলো নয়নে জ্বেলে করিছ সন্ধান ?
যেন ও উদাস মুখে
কি ছবি তুলিতে এঁকে
মনের দর্পণ খুলি কর দরশন
ওই যে আলোকপ'রে
রবি-রশ্মি খেলা করে
সারাদিন মেঘে ভানু শোভিছে বিমান
তুমি কবি তাই ল'য়ে
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে
পাশাপাশি কর খেলা ছায়ার সমান।
নিশীথে চাঁদিনী ওঠে
অম্বরে তারকা ফোটে
অমনি বুকেতে জাগে সোণার স্বপন
সায়াহ্নে গোধূলি রাগে
বসাইয়ে অগ্র ভাগে
তারি সনে কত কথা কত আলাপন।
যখন মেঘের কোলে
চমকি চপলা খেলে
আনন্দেতে মুহুর্মুহু কর দরশন

কল্পনা-বিভোর কবি
দেখগো বিশ্বের ছবি
মহা স্বপ্নে অচেতন নয়ন মুদিয়া
কুঞ্চিত অলক-রাশি
কপোলে লুটিছে আসি
পাগল পবন হাসি খেলে তাই নিয়া ;
ভাবেতে বিভোর কবি ভাবময়-প্রাণ
সারা খানি প্রাণ বিশ্বে করিয়াছ দান ।

সে কোথা ?

সেই ঘর দ্বার রয়েছে সাজান
সেই ছবি খানি দেয়ালে টাঙান
আজ সে বুঝিরে ঘরেতে নাই।
যত কিছু তার সযত্নেতে রাখা
আজি সবি দেখি কেন ধূলিমাখা
হেন অনাদর হয়েছে তাই ?
বড় আদরের বিড়াল শিশুটী
বসি ম্লান মুখে চায় মিটিমিটি
সে কেন এখনো এলোনা ফিরে।

বেলা সব গেছে হল অন্ধকার
উদাশ বাতাস করে হাহাকার
সে কি গেছে আজ অনেক দূরে ?
আমি যে রয়েছি বসিয়ে হেথায়
কতক্ষণ ধরে তারি অপেক্ষায়
একবার এসে দিয়ে যা দেখা।
প্রতিধ্বনি বলে ঘোর অন্ধকারে
জনমের মত ফিরে যারে ঘরে
বুকে লয়ে তার শেষ স্মৃতি রেখা।

মালা।

ওগো নবরাণি এনেছি মালিকা
তুমি কি লইবে করে ?
তোমার পরশে কুসুম-কলিকা
ফুটিবে হরষ-ভরে।
এ যে বন-ফুল নহে যূঁতি জাঁতি
সুগন্ধ ছড়ায় বায়
সেফালিকা বেল গোলাপ মালতী
পুলকে ফুটিয়ে চায়।
সৌরভ-বিহীন শুধু বনফুল
নেবে কি গো তুমি এরে

আপনার মনে আপনি আকুল
এনেছি তোমার দ্বারে।
বেলা গেল সব যাব বহুদূরে
মাথায় লইয়ে ডালা
কর অনুমতি চাহলো নয়নে
নেবে কি না বল বালা ?

সুখ।

হে সুখ কনককান্তি স্নিগ্ধ সুকুমার
আনন্দের নিকেতন মূরতি তোমার।
তোমার চরণ-স্পর্শে উঠিছে বাজিয়া
বিশ্বের রাগিণী যত দিগন্ত ব্যাপিয়া
তব সৌম্য রূপ-রাশি হেরিলে নয়নে
দুঃখ শোক মলিনতা নাহি রয় মনে।
তব স্পর্শে জগতের যত অভাজন
জড় দেহ ত্যাগ করি লভয়ে চেতন।
কোথা সুখ কোথা তব প্রিয় নিকেতন
কোন্ ছায়া-পথে তুমি কর বিচরণ ?
অদৃশ্য আলোক আনি নয়নে নরের
দেখাও অপূর্ব্ব ছবি বিশ্ব জগতের।

ভঙ্গ করি নিখিলের যত নীরবতা
প্রকাশে স্বর্গের দূত তোমার বারতা।
হীরক-কিরীট শিরে শান্তিতে খচিত
স্নেহ দয়া ভালবাসা রতনে মণ্ডিত।
প্রেমের মুকুতা গাঁথা মালিকা গলায়
লজ্জাবাসে ঢাকা তনু অতি শোভাময়!
তুমি যদি না থাকিতে আজি এ ধরায়
নর-নাম পৃথ্বী হ'তে লইত বিদায়।
শোক তাপ দুঃখময়-জগত-মাঝারে
রাখে আশা একদিন দেখিবে তোমারে

প্রথম চুম্বন

১

জীবনের প্রথম চুম্বন
তোমাতে মিশিয়া আছে কত আকিঞ্চন
কত সাধ আশা মাখা   কত প্রেম আছে ঢাকা
কত ভুল কত ভ্রান্তি কত না বেদন!

২

আদরের প্রথম চুম্বন!
হে নব জীবন কুঞ্জে নবীন স্বপন

সোহাগে সরমভরে সে যবে চুম্বন করে
অনুরাগে ফুল্ল হয় মলিন বদন।

৩

চিরদিন থাক মম সাথী
মম হে সংসার-কূলে প্রথম অতিথি
অতীতের সেই দিনে আজিও জাগিলে মনে
জাগে হৃদে ভালবাসা কত প্রেম প্রীতি।

৪

ওরে প্রিয় চুম্বন আমার
দেখিনু প্রথম যবে মুরতি তোমার
খেলা ধূলো ভুলে গিয়ে কিশোর জীবন ল'য়ে
সসঙ্কোচে প্রবেশিনু সংসার-মাঝার
তুমিত সুখের মুখ দেখালে আবার।

৫

রে চুম্বন প্রাণের পুলক
জীবন গহন বনে পুষ্পিত অশোক
লজ্জা ভয় ফেলি দূরে হাত ধরে ধীরে ধীরে
আশার প্রদীপ জ্বালি দেখালে আলোক।

৬

প্রণয়ের পবিত্র চুম্বন
একমাত্র তুমি শুধু প্রেম-নিদর্শন।
দম্পতি গরব ক'রে রহে যবে মান ভরে
মিলনের সাক্ষ্য-স্থল তব পরশন।

৭

আজ তাই মধ্যাহ্ন জীবনে
তোমার মধুর মূর্ত্তি উঠিছে স্মরণে
হে প্রিয় মনেতে রেখো বারেক আমারে দেখে
অবহেলা করোনাকো মোরে অনাদরে।

পূজা।

আশার প্রতিমা গড়ি মানস-মন্দিরে
পূজিলাম বহুদিন অতি ভক্তি-ভরে।
চিন্তা-ক্লান্ত দিন আর বিনিদ্র রজনী
পদপ্রান্তে কাটায়েছি জানতো জননী।
তবুত হলেনা দেবি ভক্তেরে সদয়
নাহি দিলে বরমাল্য নাহি বরাভয়।
আজন্মের রুদ্ধ অশ্রু সঞ্চিত আমার
আনিয়াছি তব তরে পূজা-উপহার।
দীনের এ ভক্তি-ভার করিয়া গ্রহণ
আশীর্ব্বাদী পুষ্প শিরে কর বরিষণ।
যদি নাহি নাও তুলে বুঝিব নিশ্চয়
পাষাণী, পাষাণে গড়া তোমার হৃদয়।
স্বর্ণবর্ণে চিত্র করা মাটির প্রতিমা
দেবতার সনে তার হয় কি উপমা?

মরণের আবাহন।

অনন্ত মরণ-তৃষ্ণা ব্যাপিয়া দিবস নিশা
করে আবাহন।
কে কোথায় আয় ছুটে কর্ম্ম-বন্ধ যায় টুটে
করিছে গর্জ্জন।
দাঁড়ারে ক্ষণেক তরে যাব দুটো কাজ সেরে
আয় তোরা আয়।
হাত ধরি সারি সারি আয় সব নর নারী
পলকে প্রলয়!
দাঁড়ায়ে শিয়রে পরে ঘোষিছে বিকট স্বরে
মরণ-বারতা।
মুহূর্ত্তে হইবে লীন মিছে এই দুটো দিন
বৃথা আকুলতা!

মৃত্যু।

ওরে মৃত্যু ধরা মাঝে সত্য সুমহান
একমাত্র নিশ্চিতের জ্বলন্ত প্রমাণ।
চরম সময় এলে সবাই পলাবে ফেলে।
তুমি ধীরে তুলে নেবে করি আলিঙ্গন

মৃত্যু ।

ঘন মায়া অন্ধকারে জীব যে সতত ঘোরে

কভু কি ভাবে গো মিথ্যা ধরার স্বপন ?

কাল গুটি কাটি কায়া দেখায় স্বরূপ ছায়া

বিচিত্র বরণ ঘটা ভব পারাবারে,

একটী মুহূর্ত্ত পরে জান না কি হতে পারে

কিন্তু মৃত্যু ধ্রুব সত্য বিশ্ব চরাচরে।

বিশাল বিশ্বের কায়া দুর্ভেদ্য দারুণ মায়া

নিমেষে বিলীন হবে মরণের কোলে

হে মরণ অবিনাশী নিজমূর্ত্তি সম্প্রকাশি

পরলোক ছবি খানি চোখে ধর তুলে।

মরতের সাধ আশা এদেহ মাটীর বাসা

বিলাস প্রমোদ প্রেম সবি রবে পড়ে

চেতনা জড়েতে মিশে মাটীতে লুটিবে শেষে

সাধের ধরণী তোরে যেতে হবে ছেড়ে।

সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে মানব নিয়তি

সে সূত্র ছিঁড়িবে যবে তোমার উদয় হবে

তবু তোমা ভুলে থাকে নর মূঢ়মতি

কৃষক পুত্র।

১

নিত্য গাভী গুলি গোয়ালে বাঁধিয়া চলে যেত সে
আঁখি ছল ছল নত দিকে চায়
কি গুরু বেদনা মরমে লুকায়
তার শুধু এক খানি তপত নিঃশ্বাস আসিত ভেসে।

২

কে তারে দেখিত কে তারে খুঁজিত দরিদ্র জন।
সান্ধ্য আঁধারে গোধূলি আকাশ
ধীরে মিশে যেত বহিত বাতাস
এমনি সময়ে মাঠ হতে ফিরে গাহিত গান।

৩

মা তারে আদরে ডাকিতেন ঘরে রাখ্‌লা শোন
খেটেছিস্ খুব শুকায়েছে মুখ
খাও কিছু বাছা দূরে যাবে দুঃখ
বাড়ীতে তোমার কেবা আছে আর কটী ভাই বোন?

৪

সজল নয়নে চাহি ভূমি পানে কহিত বাণী
ঘরেতে আমার কেহ নাই আর
ছোট বোন ছাড়া স্নেহের আধার
আমারি লাগিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আছে সে রাণী।

৫

ওগো ছোট মেয়ে পথ পানে চেয়ে আছে মা সেথা
দুটী ভাই বোনে দিন অবসানে
সাঁজের আকাশে দেখি তারাগণে
সেই তারা মাঝে আছে কি না আছে মোদের মাতা

সেই কি আমার ?

ওগো তুমি সেই কি আমার ?
একি নব রূপ সখা আগেত দাওনি দেখা
এ মূরতি প্রেমের আধার !
এ হাসি ছিল গো কোথা প্রাণভরা মধুরতা
ছিল কোথা এ নব প্রণয় ?
সেই তো আমার তুমি অনিমিষে দেখি আমি
ভুলে যাই যতেক যাতনা।
প্রতি অবয়বে তব কি ছবি এঁকেছ নব
ঢাল প্রাণে কি মহা সান্ত্বনা !
বল বল প্রিয়তম আছ তুমি সেই মম
হৃদি সখা আঁখির রঞ্জন।
হে রে ও নয়ন দুটী চরণে পড়েছি লুটি
জীবনের জাগ্রত স্বপন !
কেন তবে বল আজ ধরেছ নূতন সাজ
হৃদি ধরা এই নব ফাঁদ।

নিবেদিতা।

কাগেত দিয়েছি ধরা হয়েছি আপনা হারা
আশ তব মেটেনি কি চাঁদ ?
কি নেবে নূতন করে সবিতো দিয়েছি ওরে
কিছু নাই কিছু নাই আর
কেন তবে এই সাজ কি হাসি অধরে আজ
বল তুমি সেই কি আমার ?

প্রেমের জগৎ।

১

প্রেমময় প্রেমে বাঁধা জগত তোমার
প্রেমেতে জগত ছোটে প্রেমেতে সৌন্দর্য্য ফোটে
প্রেমেতে তরঙ্গ ওঠে মোহ মদিরার
আমিও প্রেমেতে নাথ ডাকি বার বার।

২

অদ্ভুত এ প্রেম তব অনন্ত অব্যয়
সীমা হীন সীমা হীন খুঁজে খুঁজে নিশিদিন
গরজিয়ে মহাসিন্ধু কাঁদিয়া বেড়ায়।
আমিও খুঁজিয়ে সারা দেখাও আমায়

৩

মহাশক্তি সনে প্রেম মিশিবারে চায়
প্রেমে চাঁদিনী ওঠে আকাশে তারকা ফোটে
মলয় আকুলি লোটে সারা বিশ্বময়
কৌমুদী কিরণ মাখি তোমাতে মিশায়

৪

প্রেমময় কোথা তব সীমা এ প্রেমের
বিজলী প্রেমের আশে   লুকায় জলদ পাশে
গোলাপ গরবে হাসে প্রেমেতে তোমার
বকুল মল্লিকা রাণী রূপে আপনার।

৫

পৃথিবী মানবে টানে প্রেমেতে তাহার
কোটী গ্রহ রবি তারা   প্রেমেতে রচিছে [illegible]
নব বিশ্ব নব রূপ নবীন আকার
প্রেমময় তুমি শুধু তার মুলাধার।

৬

দয়াময় ধরা মাঝে সবি প্রেমে ভরা
[illegible] প্রেমেতে গায়   তটিনী প্রেমেতে [illegible]
[illegible] সে প্রেমেতে চায় রূপে আত্মহারা
[illegible] প্রেম কেমনে পাব আমি ভেবে সারা।

৭

আজ এ বিশ্বেতে সখা সব প্রেমময়
[illegible] মণ্ডল   পূর্ণ প্রেমে [illegible]
[illegible] হিয়া বিভোল মোর তোমা পানে চায়
[illegible] বিন্দু প্রেম তব প্রদান আমায়।

[illegible]

বালি-বিন্দু ।

সংসার জলধি তটে দাঁড়াইয়া করপুটে
কাতরে ডাকিছে কত কোথা দয়াময়
তুমি প্রভু কর্ণধার ভবার্ণবে কর পার
অগতির গতি সখা দেহ পদাশ্রয় ।
সম্মুখে বিশাল সিন্ধু তীরে আমি বালি বিন্দু
কেমনে রোধিব এই তরঙ্গ দুর্ব্বার,
দাও বল দাও শক্তি দাও গো অচলা ভক্তি
যে বলে রোধিতে পারি মহা পারাবার.
ঊর্ম্মি পরে ঊর্ম্মি ছোটে আছাড়িয়া কূলে লোটে
ভীষণ বাসনা বায়ু গর্জ্জে চারিধার ।
ক্ষুদ্র রেণু নিরাশ্রয় অতি ক্ষুদ্র অসহায়
শক্তি নাই দাঁড়াইতে বলে আপনার ।
করযোড়ে তাই আজ ডাকি কোথা রাজ রাজ
এ ঘোর অকূল নীরে রাখ দয়াময়.
নয়ত আসুক ঢেউ নিকটে এস না কেউ
যাক্ সে অতল তলে তুলোনাকো তায় ।
গভীর জলধি গর্ভে লোক সে আশ্রয় ।

কোথা যাও ?

শূন্য করি মাতৃ ক্রোড়
কি আনন্দে হয়ে ভোর
চলেছিস অভাগা সন্তান
ফের্ ফের্ নিরাশ্রয়
একা যেতে নাহি ভয়
বহুদূর অজানা সন্ধান ?
কি ছবি নয়নে জাগে ,
ক্ষুদ্র প্রাণ অনুরাগে
তাই আজি অসীম সাহস।
মরতের ধূলো খেলা
সারিলিরে এই বেলা
কচি প্রাণে কত নব আশ।
সুদূর মরতে এসে
কেঁদে ছিলি তার আশে
বাঁধা প্রাণ তার মমতায়।
(সেকি) সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি।
দুয়ারে অর্গল খুলি
আছে সেথা তোর প্রতীক্ষায় ?
স্বপ্ন লীলা শেষ করি
হবে এলি ধরা'পরি
বলে ছিল বুঝি হাতে ধরে

নিবেদিতা।

জাগিলে বিয়োগ ব্যাথা
মনে করো মোর কথা
বহুদিন থেকোনাকো দূরে ?
পড়িয়াছে তাই মনে
স্বরগের সে স্বপনে
চলেছিস্ অধীর পরাণ
কাজ শেষে ক্লান্ত দেহে
ঘুমিছে আপন গেহে
জাগে প্রাণে কার প্রেমাহ্বান।

ক্ষমা ভিক্ষা।

[illegible] দিন ছিল হেলা ফেলা
আঁখি মিলে দেখিনি তাহারে
তাই আজ শত বাধা দিয়ে
[illegible]য়াছে বুঝি সে আমারে।
ছিল হাসি অধরের কোলে
ছিল অশ্রু সে দুটী নয়নে
[illegible] ব্যাথা সে বুকে লুকান
[illegible] ছিল কি মহা ধেয়ানে।
[illegible] যাহা ছিল কিছু নয়
[illegible] তাই ওঠে পূর্ণ হয়ে

জন্মপ্রাশন।

এত দিন দেখিনি যাহারে
সে বাঁধিল শত বাধা দিয়ে।
পূর্ণ প্রাণ ঢেলেছে চরণে
পূর্ণ প্রাণে সেধেছে কতনা
চাহি নাই মুখ তুলে হায়
বুঝি নাই তার সে যাতনা।
অপলক নলিন নয়নে
মুখ পরে রহিত চাহিয়ে
নীরব সে হৃদয় বেদনা
দুটী বিন্দু দিত জানাইয়ে।
কত দিন-কত দিন-পরে
সে মাধুরী জাগিছে স্মরণে
ভোল্ ভোল্ বালা অপমান
আজ আমি ভিখারী চরণে।

অন্নপ্রাশন।

স্বরগের শিশু পবিত্র কুমার
কি আনন্দ আজি হৃদয়ে আমার
কেমনে জানাব বলনা তুই
ও চাঁদ বদনে সুধার রাশি
পড়িছে লুটিয়ে হাসি হাসি হাসি
সুষমার কোথা তুলনা নাই

বীণা বিনিন্দিত মধুর কাকলি
অস্ফুট উচ্ছাসে উঠিছে উথলি
দুই বাহু মেলি ডাকিছ কারে।
দেব অবতার প্রেমের কুমার
স্বরগের শিশু তুইরে আমার
স্নেহ আশীর্ব্বাদ তুলিয়ে নেরে
আজি শুভদিনে অন্ন পেয় পেয়ে
দেহলতা তব উঠুক বাড়িয়ে
শত বর্ষ আয়ু হউক তোমার।
শৌর্য্য বীর্য্যে ভরা হৃদয় তোমার
হউক পবিত্র দয়ার আধার
জ্ঞান গরিমায় রহুক মণ্ডিত।
হৃদি শত দলে ভাবের লহরী
প্রেমের আবেশে উঠুক শিহরি
করোনাকো ঘৃণা যে জন পতিত।
স্নেহ-চ্ছায়া তলে প্রাণী শত শত
তব আলিঙ্গনে হউক জীবিত
লভুক তাহারা নবীন জীবন
বিপদের দিনে ভুলি আত্মপর
রেখো সবাকারে বুকের ভিতর
সমাদরে রেখো আশ্রিত যে জন
পিতামহ পিতা যত গুরুজন

সবাকার হও আনন্দ বর্দ্ধন
তোমা হ'তে সবে লভুক সান্ত্বনা
উর্দ্ধে পরমেশ অনন্ত ঈশ্বর
প্রেম পুষ্প দিয়ে হৃদয় ভিতর
করো সর্ব্বক্ষণ চরণ বন্দনা।
যাঁর কৃপাবলে পেয়েছ জীবন
মাতৃ সুধা রসে লভেছ চেতন
দেহ পুষ্ট হবে যাঁহার কৃপায়
জড় দেহ ত্যজি নূতন জনমে
অভিষিক্ত হবে নূতন করমে
সদা মনে রেখো সেই দয়াময়।

শেষ।

১

ক্লান্ত দেহ ক্লান্ত মন উদাস পরাণে
ভাবি সদা কত দূর শেষ কোন্ খানে
দিবস ফুরায়ে যায় দিগন্ত আঁধারে ছায়
সম্মুখে সোণার রবি যায় অস্ত পানে
সীমাহীন শূন্য পরে যাবে কোন্ স্থানে ?

২

চাঁদ ছটে তারা ফোটে অরুণ উদয়

কভু জ্যোৎস্না কভু তম নীলাকাশ গায়

দিন রাত সমভাবে   নিয়ত উদয় লয়

কিন্তু এর শেষ কোথা কে করে নির্ণয়

কোথা আদি কোথা অন্ত কোথা পায় লয়

৩

শুধুই বুঝিতে নারি নিয়ম ধরায়

[illegible] শক্তি মন লয়ে মহিমা তাঁহার

দিশে আকুল রোলে   ছুটিছে মরণ [illegible]

দিন রাত ব্যাপি শুধু দীর্ঘ হাহাকার

এ কথা কি নাহিক শেষ অনন্ত অপার ?

৪

সীমা হীন আশা লয়ে ছুটায় বেড়ায়

কত দিনে হবে শেষ ভাবি শুধু তাই

বোঝা না নামাতে পেরে   শুধুই নয়ন [illegible]

কোথা প্রীতি কোথা সুখ বোঝা শান্তি [illegible]

ভগবান কর শেষ তব কাছে যাই।

সম্পূর্ণ।

